**শেখ রাসেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ও**

**বেগম শেখ ফজিলাতুননেসা মুজিব সরকারি মহাবিদ্যালয়**

**ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

ঢাকা, শনিবার, ১৮ আষাঢ় ১৪১৮, ০২ জুলাই ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

সংসদ সদস্যবর্গ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

**আসসালামু আলাইকুম।**

শেখ রাসেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ও বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারি মহাবিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

শিক্ষার প্রসার ছাড়া জাতীয় উন্নতি সম্ভব নয়। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলতেন ‘সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই'। একমাত্র শিক্ষাই পারে সেই সোনার মানুষ তৈরি করতে।

সুধিমন্ডলী,

রাজধানী ঢাকা দেশের সবচেয়ে ঘনবসতি এলাকা। ঢাকা শহরের ৪১টি থানার মধ্যে ২৯টি থানায় কোন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয় নেই।

মাত্র ১২টি থানাতে ২৪টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১১টি সরকারি কলেজ রয়েছে। দেশের জনসংখ্যা বাড়ছে। বাড়ছে ঢাকা মহানগরীর জনসংখ্যা।

ফলে জনসংখ্যার বিবেচনায় ঢাকা মহানগরীতে যে পরিমাণ সরকারি স্কুল-কলেজ থাকার কথা বাস্তবে তা নেই। পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, বিএনপি-জামাত জোট সরকার এ বিষয়ে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

সুধিমন্ডলী,

আওয়ামী লীগ সরকার শিক্ষার উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা এবার দায়িত্ব নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন এনেছি। শিক্ষার উন্নয়নে দেশব্যাপী ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছি।

ঢাকা মহানগরীর আয়তন ও জনসংখ্যার কথা নিবেচনা করে আমরা একনেক সভায় ৪৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘১১টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৬টি সরকারি মহাবিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প' অনুমোদন করেছি।

এরই ধারাবাহিকতায় আজ এ দু'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে মানসম্পন্ন শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হবে। প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র,  বই-পুস্তক, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, কম্পিউটারসহ মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ইন্টারেকটিভ বোর্ড এবং বিনোদনের জন্য খেলাধুলার সামগ্রী সরবরাহ করা হবে।

এখানে আরও থাকবে আইসিটি ল্যাব, গ্রন্থাগার, বিজ্ঞান ল্যাবরেটরি, শিক্ষক মিলনায়তন, ছাত্রী কমনরুম, কেন্দ্রীয় সাউন্ড সিস্টেম, ছাত্র-ছাত্রী তথ্যভান্ডার ও খেলার মাঠ।

প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৬তলা ভিত বিশিষ্ট ৪ তলা একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবন নির্মিত হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা ও মননশীলতার উৎকর্ষের জন্য নবনির্মিত এসব মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে প্রতি ২০জন ছাত্রছাত্রীর জন্য একজন শিক্ষক এবং মহাবিদ্যালয়গুলোতে ১১জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক থাকবেন।

আন্তর্জাতিকমানের শিখন-পঠনের জন্য এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে আমরা আদর্শ ও সৃজনশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।

প্রতি বছর অভিভাবক ও ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের ভাল প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিয়ে যে অন্তহীন দুর্ভাবনা তা কিছুটা হলেও লাঘব হবে বলে আমি মনে করি।

নগরীর বিভিন্ন স্থানে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্মিত হলে ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে যানজট অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

সুধিমন্ডলী,

আপনারা জানেন, আমরা শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি গুণগত পরিবর্তন আনার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। সকলের মতামতের ভিত্তিতে একটি আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত ও যুগোপযোগী জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এখন এটি বাস্তবায়নের কাজ চলছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, নতুন শিক্ষানীতি বাস্তবায়িত হলে আমাদের শিক্ষার্থীরা মেধায়-মননে সেরা নাগরিক হয়ে গড়ে উঠবে। ইতোমধ্যে আমরা ৫ম শ্রেণী সমাপনী পরীক্ষা এবং ৮ম শ্রেণীতে জুনিয়র সার্টিফিকেট পরীক্ষা প্রবর্তন করেছি।

একটি সুখী, সমৃদ্ধশালী দেশ গড়তে হলে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ জনশক্তি চাই। উন্নতমানের লেখাপড়ার পাশাপাশি সেজন্য শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, আমাদের হাজার বছরের বীরত্বগাঁথা এবং ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা দিতে হবে।

বিএনপি-জামাত জোট সরকারের আমলে পাঠ্যপুস্তকে বিকৃত ইতিহাস ছাপিয়ে কোমলমতি শিশুদের বিভ্রান্ত করা হয়েছে। আমরা পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের সঠিক ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত করেছি।

আমরা শিক্ষা ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য বিলোপ করেছি। শতকরা ৪০ ভাগ শিক্ষার্থীকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত উপ-বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। এরমধ্যে ৩০ শতাংশ ছাত্রী। স্নাতক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপ-বৃত্তি প্রদান বিবেচনাধীন রয়েছে।

তাছাড়া, পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপের আওতায় ‘প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ফাউন্ডেশন তহবিল' গঠন করা হচ্ছে। এ তহবিল থেকে দেশের সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৬ষ্ঠ থেকে স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান এবং বিনা বেতনে লেখাপড়ার সুযোগ দেওয়া হবে।

এ ফান্ড গঠনের জন্য ইতোমধ্যে সিডমানি হিসেবে এ বছরের বাজেটে ১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

আমরা শহর ও গ্রামের শিক্ষা বৈষম্য দূর করতে চাই। এ লক্ষ্যে ৩০৭টি উপজেলায় একটি করে বিদ্যালয়কে মডেল বিদ্যালয় হিসেবে রূপান্তরের কাজ চলছে। ৩ হাজার বেসরকারি স্কুলের একাডেমিক ভবন নির্মাণের কাজ চলছে।

মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নে ৩০টি মডেল মাদ্রাসা গড়ে তোলা হয়েছে। ৩১টি মাদ্রাসায় অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে। ১০০টি মাদ্রাসায় ভকেশনাল শিক্ষা কোর্স চালু করা হয়েছে। সাধারণ শিক্ষার অনুরূপ মাদ্রাসা শিক্ষায় বিজ্ঞান ও কম্পিউটার শাখা চালু করা হয়েছে।

আমরা জেলা পর্যায়ে শিক্ষা অধিদপ্তরের কার্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছি। শুধু অবকাঠামোগত উন্নয়ন নয়, আমরা শিক্ষার মানোন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করেছি।

আমরা দেশব্যাপী সৃজনশীল প্রতিভা অন্বেষণের একটি বিশেষ কার্যক্রম অচিরেই শুরু করব। এতে ভাষা ও সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান ও কম্পিউটার বিষয়ে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায় থেকে প্রতিভা অন্বেষণ করা হবে।

সুধিমন্ডলী,

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে মাধ্যমিক পর্যায়ে ২০ হাজার ৫০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে পাঠদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১,৭৩৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপিত হয়েছে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রটোটাইপ ওয়েবসাইট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৩ হাজার মাধ্যমিক শিক্ষককে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা ভালভাবে কম্পিউটার শিখতে পারে।

পরীক্ষার ফলাফল এবং ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য অনলাইন এবং এখন এসএমএস এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে।

সুধিবৃন্দ,

আমাদের লক্ষ্য অনুযায়ী চলতি বছরের মধ্যে শতভাগ শিশুকে প্রাথমিক স্তরে ভর্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হার ৯৯.৩ শতাংশ। ২০১৪ সালের মধ্যে আমরা দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করতে চাই। গত অর্থবছরে ১ হাজার ৬২৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। অথচ ২০০৪ সাল থেকে এমপিওভুক্তি বন্ধ ছিল।

ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত কমাতে গত আড়াই বছরে ১ হাজার ৮৫২ জন প্রধান শিক্ষক এবং ৫১ হজার ২৮৯ জন সহকারি শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ৫ লাখেরও বেশি শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি সমস্যা নিরসনের জন্য ৮৩টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ডাবল শিফট চালু করা হয়েছে।

আমরা উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার জন্য দেশের বিভিন্নপ্রান্ত নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করছি। ইতোমধ্যে ৪টি নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ প্রণয়ন ও কার্যকর করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোযোগী করে গড়ে তোলার জন্য সৃজনশীল মূল্যায়ণ পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। বছরের শুরুতেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্য পুস্তক পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এ বছর শিক্ষার্থীদের মধ্যে ২৩ কোটি ২২ লাখ পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে। এসব পাঠ্যপুস্তক ই-বুকে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

শুধু উন্নত ভৌত অবকাঠামোর উপর শিক্ষার বিস্তার এবং মান নির্ভর করে না। প্রয়োজন যুগোপযোগী পাঠ্যক্রম এবং মান-সম্মত পাঠ্যবই। পাশাপাশি শিক্ষকগণের আন্তরিকতা এবং অভিভাবক ও সমাজের সকলের নজরদারি প্রয়োজন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই আমরা কেবল একটি সুশিক্ষিত সমাজ গড়ে তুলতে পারব।

একটা কথা আমি আগেও বলেছি, আবারও বলছি, শিশুদের উপর পড়াশোনার অতিরিক্ত বোঝা চাপানোর মানসিকতা পরিহার করতে হবে। তাঁদের শিক্ষাটা যেন আনন্দদায়ক এবং দীর্ঘস্থায়ী হয় সেদিকে নজর দিতে হবে। খেলার ছলে শিক্ষাদান কার্যক্রম চালু করতে হবে।

সরকারি নির্দেশ জারির পরও কোন কোন বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। শিক্ষকদের প্রতি অনুরোধ, কোমলমতি শিশুদের নির্যাতন করবেন না। আদর এবং ভালবাসা দিয়েই তাদের নিয়ন্ত্রনে রাখা সহজ।

শিক্ষক ও অভিভাবকদের বলব, শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক চর্চার সুযোগ করে দিন। যার যতটুকু মানসিক সক্ষমতা রয়েছে সেই অনুযায়ী তারা পড়াশোনা করবে। বিশেষ করে, আমাদের প্রতিবন্ধী শিশুদের পড়াশোনার প্রতি আপনারা অধিক যত্নবান হবেন।

আমি দল-মত নির্বিশেষে সকল জনগণকে দেশের উন্নয়নের জন্য এগিয়ে আসার জন্য আহবান জানাই। দেশটা আমাদের সকলের। আসুন, সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় নিরক্ষরতামুক্ত, ক্ষুধামুক্ত একটি সুখী-সমৃদ্ধ জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা,  জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

.......